এস মা জননী

(আগমনী)

শশিভূষণ দাস

মহাজাতি সাহিত্য মন্দির
১৬৮/১ সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য ছয় পয়সা

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

এস মা জননী

বোধনের বাদ্য বাজিয়া উঠিল আবার আমার দেশে,
আবার আসিছে আদ্যাশক্তি দেবী-দশভূজা বেশে।
এস মা জননী দুর্গতিনাশিনী নেহার দুর্গতি আজ,
ধ্বংসের বাজনা বাজিছে ভারতে মাথায় পড়িছে বাজ।
খাদ্য শস্যের অভাব হয়েচে পরণে বসন নাই,
রোগের ঔষধ মেলেনা কাহারো পথ্য খুঁজে না পাই।
দীন দরিদ্রের ঘরে হাহাকার শাকান্ন জোটেনা পাতে,
লবণ সমুদ্রের তীরে করে বাস নূন নাহি পায় ভাতে।
তেলের অভাবে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বলেনাকো আর ঘরে,
রুক্ষ হয়েছে রূপসীর কেশ যোগিনীর বেশ ধরে।
পান খেয়ে ঠোঁট লাল করা ভার দোক্তায় আগুন জ্বলে,
সুপারি খয়ের পানের মশলা নাই আর ধরাতলে।
ময়দা মেলেনা, চিনির অভাব লুচি মোণ্ডা খাওয়া দায়,
চিঁড়ে ভেজালে গুড়ের অভাবে লোকে কেঁদে মরে হায়!
ফলারে বামুন বছরের পরে বুলাইছে পেটে হাত,
পূজার নিমন্ত্রণ পেয়ে গেছে তার বাহির করিছে দাঁত।
সংবাদ আসিল এবার পূজায় লুচির ফলার নাই,
পুঁই চচ্চড়ি মানকচু-পোড়া ভাতে খেতে হ'বে ভাই।
কাঙ্গালী ভিখারী মিষ্টান্নের লোভে ধনীর দুয়ারে ধায়,
এবার হ'বেনা কাঙ্গালী বিদায় দারোয়ান রুখে যায়।

পূজার বাজনা বেজে ওঠে ওই প্রতিমা গড়ায় পটো,
অমনি রূপসী চুল আঁচড়িয়ে খুলিছে সিঁন্দুর কৌটো।
হায় হায়! হায়! সিঁদুর কোথায় হিন্দুর ঘরের মেয়ে,
চীনের সিঁদুর অভাবে মরিছে বিধবার গালি খেয়ে।
আলতা জোটেনা রূপসী নারীর লাল টুকটুকে পায়,
কুন্তলীন তেল পরেনা মাথায় সাবান ঘষেনা গায়।
আতর, এসেন্স দেয়না রুমালে ব্লুমরোজ মাখেনা মুখে,
আনন্দময়ীর আগমনে কাল কাটাইছে লোকে দুখে।
শুনি আগমনী জগজ্জননী আসিছ ধরার পরে,
কোটি কণ্ঠধ্বনি 'রক্ষা কর মাগো' উঠিছে আকুল স্বরে।
পূজা নিয়ে যাও জগজ্জননী ফেলে যাও আঁখিজল,
সোনার সংসার শ্মশান হয়েছে কেঁদে গলে হিমাচল।
তোমার পূজার নৈবেদ্য এবার ভারতের হাহাকার,
গঙ্গাজলের নাই প্রয়োজন চোখে মন্দাকিনী ধার।
শুকায়েছে ফুল উদ্যানে উদ্যানে নাই দুর্ব্বা বিল্বদল,
তোমার তর্পণে অঞ্জলি ভরিয়া ঢালিছে বন্যার জল।
শঙ্খ উলুধ্বনি নীরব এবার কণ্ঠভরা কান্না রোল,
দীর্ঘশ্বাসের ঝাঝর ঘণ্টা রোদনের ঢাক ঢোল।
শ্মশানে শ্মশানে আরতির দীপ সহস্র শিখায় জ্বলে,
তোমার পূজার ব্যবস্থা সুন্দর হইয়াছে ধরাতলে।
লক্ষ বলিদানে সুরথ রাজার মুক্তির বিধান দাও,
জগতের মুক্তি সাধন-যজ্ঞে কত বলিদান চাও?
যুদ্ধ বাধাল জার্ম্মাণ জাতি—কোটি কোটি নরহত্যা,
এল মহাঝড় জগতের বুকে মরণের ঘূর্ণিবার্ত্তা।

বোমায় মরেছে হাজার হাজার নারী শিশু বাদ নাই,
পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য কামানের গোলায় পুড়ে হ'য়ে গেছে ছাই।
ভারতের লোক কত অসহায় কেহ নাহি বুঝে ব্যথা,
চোর দস্যু যদি করে লুটপাট কেহ কহিবে না কথা।
সহরের বুকে দিবা দ্বিপ্রহরে গুণ্ডায় লুটিয়া খায়,
ঘর জ্বালাইয়া করে ছারখার আশ্রয় কোথায় পায়।
পিতার সম্মুখে কন্যার অপমান নীরবে সহিছে বুকে,
বালকের বুকে করে অস্ত্রাঘাত—রোদনের রোল মুখে।
কত পাপ ছিল হাজার বছর দাসত্ব শৃঙ্খল পায়,
ভারতের ভাঙ্গা বুকের উপরে কত ঝড় বয়ে যায়।
শোষণে রক্ত শুকায়ে গিয়াছে পেষণে অস্থি চূর্ণ,
শত লাঞ্ছনা বজ্রাঘাত বুকে হাহাকারে দেশ পূর্ণ।
যে দেশের হাটে বেসাতি করিয়া পৃথিবীর ক্ষুধা নাশ,
সে দেশের লোক মরে অনাহারে গলায় পরিয়া ফাঁস।
আর কত জ্বালা সন্তানে জননী দিতে চাও অবিরাম,
এখনও কি মা হয়নি তব পরিপূর্ণ মনস্কাম ?
তবে ছারখার কর এ সংসার আর জ্বালা নাহি সহে,
কোটি কোটি বক্ষে নীরব বেদনা চোখে অশ্রুধারা বহে।
কটাক্ষে যাহার প্রলয় গর্জ্জন ভীম প্রভঞ্জন বয়,
বিন্ধ্যগিরির সমুন্নত শির ধূলায় লুণ্ঠিত হয়।
ফুৎকারে যাহার আগ্নেয়গিরির আগুনের গোলা ধায়,
কামান বন্দুক অসি চালনায় কে রোধিতে পারে তায় ?
পদভরে যার সসাগরা ধরা ভূমিকম্পে ছারখার,
ভ্রুকুটি হানিলে প্রলয় তুফানে ডুবে যায় ত্রিসংসার।

ক্রোধাগ্নি জ্বলিলে নয়নের কোণে বজ্রাঘাতে ধরা চূর্ণ,
হাহাকারে ভরা প্লেগ, মহামারী, দাবানলে দেশ পূর্ণ।
দশ হাতে যার দশবিধ অস্ত্র দশদিক রক্ষা তরে,
পার্শ্বে লক্ষ্মী, বাণী, কার্ত্তিক, গনেশ বিবিধ আয়ুধ করে।
সিংহের গর্জ্জন পায়ের তলায় সাপের উন্নত শির,
শত্রু পীড়নে তাহার সন্তানের কেন আজ চক্ষুস্থির ?
ফেলে দাও অস্ত্র সাগরের জলে শক্তিহীনা তুমি শক্তি,
অস্ত্রের ভরসা রাখেনা ভারত যোগবলে পাবে মুক্তি।
পূজা নিয়ে যাও জগজ্জননী বুকভরা ক্ষোভ রাশি,
তোমার চরণে অঞ্জলি দিতেছে অহিংস ভারতবাসী।

আগমনী

কৈলাসে হুলুস্থুল ব্যাপার—গিরিরাজের বাড়ী থেকে নিমন্ত্রণের চিঠি এসেছে, দুর্গাদেবী তিন দিনের জন্য বাপের বাড়ী যাবেন। মা দুর্গা আহ্লাদে আটখানা—বছর বছর আশ্বিন মাসে একবার করে' তিনি বাপের বাড়ী যান। এবার কার্ত্তিক মাসেই যাবার দিন ধার্য্য হয়েছে। নিমন্ত্রণের চিঠি পেয়ে দুর্গাদেবী ছুটে শিবঠাকুরের কাছে গেলেন। ঠাকুর তখন ভাঙ্গ খেয়ে নেশায় বিভোর হ'য়ে বসে' আছেন।

ঠাকুরাণী যখন পাগ্‌লা ঠাকুরকে গিয়ে বল্‌লেন, বাপের বাড়ী যাব, তোমাকেও সঙ্গে যেতে হ'বে, তখন চম্‌কে উঠে

শিবঠাকুর বল্‌লেন, সাত দোহাই তোমার দুর্গে! ও আশীর্ব্বাদ করোনা—আমি তোমার তল্পীদার হ'য়ে বাঙ্‌লা মুলুকে (গিরিরাজের বাড়ী হিমাচলের পার্শ্বে দারজিলিংএর নিকটে কাজেই বাঙ্‌লা মুলুক) যেতে পার্‌বো না।

দুর্গাদেবী বল্‌লেন, বছর বছর যাও, এবার যাবেনা কেন?

শিবঠাকুর বল্‌লেন, গত বছরের কথা মনে আছে দুর্গে? বিজয়ার পর কৈলাসে ফিরে এসে আমার কি দুর্গতি—একেবারে কম্প দিয়ে জ্বর—দশ বিশখানা বাঘ ছাল চাপা দিয়ে তুমি ভৈরবী মূর্ত্তি ধরে আমাকে চেপে ধর্‌লে—তবুও কি সে কম্প যায়? বাপ্‌রে বাপ্‌! এখনও মনে উঠ্‌লে গায়ের লোম খাড়া দিয়ে ওঠে। কম্পের পর হল জ্বর—জ্বরের পর উপস্থিত হ'ল দাহ পিপাসা বমন আর কত কি উপসর্গ! তখনই ধন্বন্তরী বদ্যিকে ডাকা হ'ল। আজকাল সে আবার নূতন ধরণের চিকিৎসা শিখেছে, মর্ত্তলোক থেকে নাকি একখানা সরল জ্বর-চিকিৎসা আরও কত কি কিনে এনেছে। বদ্যি এসেই আমার বগলে পূরে দিয়ে বস্‌লো, কি একটা যন্ত্র। আমার শরীরের তাপ উঠ্‌লো নাকি ৫৯২ ডিগ্রী। (দেবতাদের শরীর কিনা?) তাপ দেখেই ত ধন্বন্তরী বাবাজির চক্ষুস্থির! একে ত নেশা করে' চোখ লাল—তার উপর এতটা জ্বর—কাজেই চোখ দুটো রক্ত জবার মত লাল হয়ে উঠ্‌লো। অমনি ধন্বন্তরি ছুটে গিয়ে ধবলগিরির শিখর থেকে মন দশেক বরফ ভেঙ্গে এনে আমার মাথার উপর চাপিয়ে দিলে—আধমনটাক কিভার মিক্‌শ্চার গিলিয়ে দিলে। তারপর, যখন ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল, তখন খেতে দিলে পাঁচ সের

ওজনের এক একটা কুইনাইনের বড়ি। সে গুলো কি বিশ্রী তিতো—বমি যেন ঠেলে আস্‌তে লাগ্‌লো। পঞ্চাশটা বড়ি গিলে তবে জ্বর বন্ধ হ'ল। বন্তির মুখে শুন্‌লাম, সে জ্বরের নাম ম্যালেরিয়া। বাঙ্‌লার পল্লীগুলো সেই জ্বরে উজাড় হ'য়ে যাচ্ছে। দুর্গে! পেটযোড়া পিলে লিবর নিয়ে ছটা মাস ম্যালেরিয়ায় ভুগেছি—কত পেটেণ্ট ঔষধ গিলেছি—কোন রকমে ম্যালেরিয়ার হাত থেকে নিস্তার পেয়ে দু' চার মাস ভাল আছি। আবার আমাকে বাঙ্‌লা মুলুকে যেতে বল্‌ছো? এবার গেলে কি হ'বে জান? কালাজ্বরে ধর্‌বে।

এমন সময় লক্ষ্মী ও সরস্বতী দুই মেয়ে হাজির। দুর্গা বল্‌লেন, তোরা মামার বাড়ী যাবিনে?

লক্ষ্মীদেবী মাথা নেড়ে মুখ বিকৃত করে' বল্‌লেন, না মা! লক্ষ্মীছাড়া বাঙালীর দেশে আর আমি যাব না।

দুর্গা বল্‌লেন, কেন?

লক্ষ্মী বল্‌লেন, সে হতভাগারা আমার মান-মর্য্যাদা বোঝে না। তারা গোলামি করে' খায়, কোন রকমে দিন চালায়। তাদের পূজো আমি চাইনে। তার চেয়ে, ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে খোট্টা মেড়ুয়ার দেশে চল, সেখানের জল বায়ু ভাল—ডাল রোট্টি মেলে—স্বাস্থ্য ভাল থাকে—তারা আমাকে বড় ভক্তি করে। ম্যালেরিয়ায় ভুগে বাবার শরীর খারাপ হ'য়ে গেছে। সে দেশে গেলে চেঞ্জের কাজ হ'বে।

অমনি শিবঠাকুর লাফিয়ে উঠে বল্‌লেন, ঠিক বলেছ মা লক্ষ্মী আমার। বাঙ্‌লা মুলুকে গাঁজা আফিং দুর্ম্মূল্য কিন্তু খোট্টা মেড়ুয়ার দেশে আজও সস্তা আছে। বাঙ্‌লা মুলুকে

ম্যালেরিয়ার ভয় কিন্তু খোট্টার দেশে সে বালাই নাই। নেশাখোর মানুষ আমি, দুধ ঘি না খেলে চলে না কিন্তু বাঙ্‌লা দেশে কিছুই মেলে না। দুর্গে! কাশীতে তোমার সোনার রাজত্ব আছে—যেতে হয়, চল সেইখানে গিয়ে 'গ্যাঁট' হ'য়ে বসে' পেট পূরে ভোগ লাগাই গে।

দুর্গাদেবী রাগতভাবে বল্‌লেন, আমার বাপের বাড়ী বাঙালী মুলুকে—সেখান থেকে নেমন্তন্নের পত্র এসেছে—তোমরা যেতে বল্‌ছো খোট্টার দেশে। ক্ষেপেছ নাকি ঠাকুর?

দুর্গাদেবী সরস্বতীর দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন, তুমি কি বল মা?

সরস্বতী মুখ ভার করে' বল্‌লেন, আমারও অই কথা বাঙ্‌লা দেশে আমি কিছুতেই যাব না।

দুর্গা বল্‌লেন, তোমার আপত্তি কি?

সরস্বতী বল্‌লেন, বাঙ্‌লাদেশের লোক এখন বিদ্যা ছেড়ে অবিদ্যার আরাধনা করছে—তাদের সাহিত্যে সঙ্গীতে কলা-বিদ্যায় পর্য্যন্ত ব্যাভিচার ঢুকেছে। কতকগুলো সাহিত্যিক জুটেছে, তারা সব দেব-দেবীর পূজো ছেড়ে মদন রাজার পূজো আরম্ভ করেছে। তুমি মা পতি-নিন্দা শুনে দক্ষালয়ে দেহ বিসর্জ্জন করে' সতী নামে বিখ্যাত হয়েছ, তারা বল্‌ছে, স্ত্রীলোকের সতীত্ব জিনিষটা পাগলামি—একটা ছোঁয়াচে রোগ। এমন হতভাগার দেশে কি যেতে আছে মা?

গনেশ ঠাকুর ভুঁড়ি উঁচু করে' হেলতে দুলতে হাজির হ'লেন। দেবী গনেশকে বল্‌লেন, বাঙ্‌লাদেশে যেতে হ'বে। গনেশ ঠাকুর হাতীর ডাক ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠে বল্‌লেন, কিছুতেই

না। বাঙ্‌লাদেশে সিদ্ধির দর চড়ে গেছে। গেল বছর বাঙ্‌লায় গিয়ে কি হাঙ্গামায় পড়েছিলাম মনে নেই? বাজারে সিদ্ধি মেলে না, শেষে কবিরাজদের কাছে মদনানন্দ-মোদক কিনে নেশা করে' প্রাণ বাঁচিয়ে এসেছি। সেবার সার্কাস-ওয়ালারা আমাকে কি নাকালই করেছিল—আমার শুঁড় দেখে আমাকে হাতী মনে করে' চিড়িয়াখানায় পূরে রেখেছিল—বুনো বাঘ ভালুকের সঙ্গে আমাকে নাচ কর্‌তে হয়েছিল। অমন দেশে আমি প্রাণ থাক্‌তে যাব না।

অবশেষে হাজির হলেন কাত্তিক ঠাকুর। দুর্গাদেবী যেই তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা কাত্তিক! তুমি বাঙ্‌লাদেশে যাবে? কাত্তিক লাফিয়ে উঠে বল্‌লেন, নিশ্চয় যাবো, বাঙ্‌লার মত দেশ দুনিয়ায় আর নেই মা! যা হোক একজন সঙ্গীও জুটে গেল—দুর্গাদেবী হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। কাত্তিক ঠাকুরের দিকে লক্ষ্য করে' দেবী বল্‌লেন, এ কি রকম চুল ছেঁটেছ কাত্তিক?

কাত্তিক বল্‌লেন, জাননা আর বছর বাঙ্‌লায় গিয়ে হেয়ার কাটারের কাছে ফেসিয়ান চুল ছেটে এসেছি?

"গোঁফের দশা এমন করেছ কেন?"

"গণেশ দাদার ইঁদুরগুলো বড় পাজি। ঘুমিয়েছিলাম সেই সময় গোঁফের আধখানা কেটে নিয়ে গিয়েছে। বাঙ্‌লা দেশে আজকাল নাকি আধখানা গোঁফ কামানো ফ্যাসান হ'য়ে উঠেছে। বাঙ্‌লাদেশটা আমার বড় পছন্দ হয় মা!

অমনি সরস্বতী দেবী রুষ্টভাবে বল্‌লেন, বেহায়া ছেলে! বাঙ্‌লাদেশ তোমার পছন্দ হয় কেন? কাত্তিক বল্‌লেন,

বাঙ্‌লাদেশে থিয়েটার আছে, বায়োস্কোপ আছে, বাগান পার্টি আছে, হরদম ফুর্ত্তি আছে। বাঙ্‌লা মুলুকে গেলে তিন্ দিন পরে ফিরে আস্‌তে ইচ্ছা করে না। হ্যাঁ মা! এখন থেকে কৈলাস ছেড়ে বাঙ্‌লাদেশে গিয়ে আড্ডা গাড়লে হয় না?

সরস্বতী রেগে বল্‌লেন, বলিস কিরে বেহায়া! বাঙ্‌লা দেশে ম্যালেরিয়া আছে তা জানিস্? কার্ত্তিক বল্‌লেন, থাক না ম্যালেরিয়া, হটেলে বসে দু এক কাপ চা পান কর্‌লে ঘাম দিয়ে জ্বর পালায়। দিদি! এবার যখন আমরা দার্জ্জিলিংএ গিয়ে ট্রেণে উঠ্‌বো, তখন তোমাকে কেলনার হোটেলে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। সেখানে চপ্ কাট্‌লেট কোর্ম্মা কারী যদি একবার খাও, আলো চাল কলার পূজার নৈবেদ্য আর তোমার মুখে ভাল লাগবে না। কার্ত্তিক ঠাকুর পকেট থেকে সিগারেট বা'র করে' দেশালাই জ্বেলে ধরায়ে বস্‌লেন, তাই দেখে সরস্বতী দেবী ঠাস্ করে কার্ত্তিক ঠাকুরের গালে একটা চড় বসায়ে দিয়ে বল্‌লেন, বেয়াদপ! বাপ দাদা গুরুজনের সুমুখে সিগারেট ফোঁকা হচ্ছে?

অমনি কার্ত্তিক ঠাকুর কান্নার সুরে বল্‌লেন, বাপ দাদারা কেউ গাঁজা টান্‌ছেন, কেউ সিদ্ধি গিল্‌ছেন, মদের ভাঁটি পর্য্যন্ত চালিয়ে দিচ্ছেন, আমি একটা সিগারেট খেয়েছি বলে' দোষ হয়েছে?

কার্ত্তিক ঠাকুরের পকেটে কি একখানা বাঁধানো বই ছিল সরস্বতী সেখানা টেনে বা'র করে' বল্‌লেন, বেহায়া বাঁদর এই বই পড়া হচ্ছে? বিস্মিতভাবে শিব ঠাকুর বল্‌লেন, ওখানা কি বই?

সরস্বতী বল্‌লেন, বইখানার নাম চরিত্রহীন। শিব ঠাকুর বল্‌লেন, কি আশ্চর্য্য! বইয়ের নাম চরিত্রহীন, তাই পড়ে ছেলেরা চরিত্রবান হ'বে? কলিকালে হ'ল কি?

কার্ত্তিকঠাকুর রাগতভাবে বল্‌লেন, আপনারা যদি কলেজে পড়্‌তেন, এ পুস্তকের মর্য্যাদা বুঝ্‌তেন। আজকাল স্কুল কলেজের ছেলেদের পকেটে পকেটে চরিত্রহীন বই আছে, শুন্‌তে পাই, এ বইখানা নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্য্যন্ত পাঠ্য পুস্তক হ'বে। এমন বইএর নিন্দা আপনারা করেন? আপনারা নেহাত মূর্খ। অমনি সরস্বতী ঠাকুরাণী কার্ত্তিকের কান টেনে ধরে' বল্‌লেন, পাজি। আমার মুখ থেকে চতুর্ব্বেদ বা'র হ'ল, উপনিষদ ষড়দর্শনের সৃষ্টি হ'ল, তুই আমাদের বলিস্ মূর্খ?

কার্ত্তিক ঠাকুর বল্‌লেন, ষড়দর্শন ত সৃষ্টি কর্‌লে কিন্তু আজ কালকার সাহিত্যিক বাবুরা আর একখানা দর্শন-শাস্ত্র আবিষ্কার করেছেন, তার কিছু সন্ধান রাখো?

"তার নাম কি?"

"গঞ্জিকা-দর্শন। বাবা তার সন্ধান একটুকু আধটুকু রাখেন। তুমি যদি এক কল্‌কে গঞ্জিকা টেনে দেখ, এই চরিত্রহীন মহাশাস্ত্রের অর্থ চট্ করে' বুঝে ফেল্‌তে পার্‌বে। দিদি! তোমরা এতকাল ধরে' সতীত্ব সতীত্ব বলে বড়াই করে' আস্‌ছো, এই মহাশাস্ত্রে প্রমাণ হয়েছে, ওটা মেয়ে মানুষের একটা বুজ-রূগী মাত্র। এই মহাশাস্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা একজন বাঙ্গালী, সুতরাং সংসারে বঙ্গদেশের মত স্থান আর নাই। চল মা, আমরা এখনই বাঙ্‌লাদেশে যাই।

ভূতের রাজা মহাদেব অনেকক্ষণ মাথা গুঁজে চুপ করে'

বসে' থেকে বল্লেন, কার্ত্তিক বাবাজী ঠিক কথাই বলেছে। সতীত্ব কিছুই না, প্রেম জিনিসটাই সব চেয়ে বড়।

অমনি দুর্গাদেবী ক্রোধভরে বল্লেন, বটে! এত বড় কথা! সতীত্ব জিনিসটা কিছু নয়? এত দিনের পর আমার মান-গৌরব সব গেল?

শিব ঠাকুর বল্লেন, তুমি ভুল বুঝ্ছো দুর্গে! ভগবদ্প্রেম কি বড় জিনিস নয়?

সরস্বতী বল্লেন, ভগবানের উপর প্রেম বড় জিনিষ হ'তে পারে বাবা। তা বলে' কি বাজারে যারা রূপ যৌবনের ব্যবসা চালিয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সেই সব বিশ্বপ্রেমিকাদের সঙ্গে প্রেম বড় বল্তে হ'বে? ছিঃ! ছিঃ! কি ঘৃণার কথা। আজ কালকার সাহিত্যিকদের উপন্যাসে দেখা যায়, কোন্ আধ বুড়ো বিধবা, না হয় কোন্ হাড়-হাবাতে গেরস্তর বউ পর-পুরুষের সঙ্গে প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। এটা প্রেম, না কাম-শাস্ত্রের আদ্যশ্রাদ্ধ?

শিব ঠাকুর মাথার জটা নেড়ে বলে' উঠলেন, তা তোমরা যাই বল, গঞ্জিকা-দর্শনে কামদেবকে বড় দেবতা বলে' স্বীকার করা হয়েছে। সেইজন্যই ত আজকাল বাঙ্লাদেশে এত মদনানন্দ মোদক বিক্রী হচ্ছে। গনেশ বাবাজি! তুমি যে এতকাল বিনামূল্যে লোককে সিদ্ধিদান করে এসেছো, এইবার তার ফল ফলেছে। চল, আর আপত্তি করে' কাজ নেই—আমরা সকলে বাঙ্লাদেশে ছুটে যাই। এবার সেখানে গিয়ে একটা আবগারির দোকান খুলে বস্বো।

কার্ত্তিক ঠাকুর আহ্লাদে আটখানা হয়ে পিতার পদধূলি

প্রশ্ন করলেন। তিনি বললেন, আমি কিন্তু বাঙ্‌লায় গিয়ে একটা থিয়েটার খুলে বসবো—বাঙ্‌লার লোককে দেবলোকের আর্ট দেখায়ে চম্‌কে দিয়ে আস্‌বো।

শিব ঠাকুর বললেন, আর্ট কিরে বাপু ?

কার্ত্তিক ঠাকুর আর্ট শব্দের বাঙ্‌লা তর্জ্জমা করতে না পেরে বললেন, কলা—কলা।

ঠাকুর দেবতারা কলা খেতে বড় ভালবাসেন—সেইজন্যই ত পূজায় নৈবেদ্যে কলা না দিলে চলে না। মহাহর্ষভরে শিবঠাকুর বল্‌লেন, মর্ত্তমান না চাঁপা ?

কার্ত্তিক ঠাকুর বললেন, সে কলা নয়, আর্টের কলা, যেমন—নৃত্যকলা—অভিনয় কলা—সঙ্গীত কলা—

শিব ঠাকুর বাধা দিয়ে রাগতভাবে বল্‌লেন, থাম্‌রে বেটা থাম্! তুই বাঙ্‌লার লোককে বোকা পেয়েছিস্ নাকি কলা দেখায়ে পাগল করবি ?

কার্ত্তিক ঠাকুর হেসে বললেন, কলা দেখ্‌লে বাঙ্‌লার লোক বেশ নাচে বাবা। কতলোক বাঙালীকে কলা দেখায়ে টাকা লুটে নিয়ে যাচ্ছে। আপনি শীগগির বাঙ্‌লায় যাবার ব্যবস্থা করুন। ঐ দেখুন, মর্ত্তধামে আগমনীর ঢাক বেজে উঠেছে। আমি বন্ধুবান্ধব নিয়ে থিয়েটারের রিহার্সেল দেই গিয়ে।

বলেই কার্ত্তিক ঠাকুর সিগারেট টান্‌তে টান্‌তে প্রস্থান করলেন।

সমাপ্ত

—মহাজাতি সাহিত্য মন্দিরের অন্যান্য পুস্তকাবলী

১। ভাতের হাঁড়ি—যমের বাড়ী /০, ২। যমরাজার বাঙলায় আগমন /০, ৩। বাঙালী জব্দ ভাতে /০, ৪। শ্যামের বাঁশী বা সাইরেন /০, ৫। কনট্রোলের ডামাডোল /০, ৬। মহাযুদ্ধের সাক্ষীগোপাল /০, ৭। হিটলারের নরমেধ-যজ্ঞ /০, ৮। কাপড়ে আগুন /০, ৯। ভারতমাতার বস্ত্রহরণ /০, ১০। নেতাজীর অমর কীর্ত্তি /০, ১১। আজাদ হিন্দ ফৌজ /০, ১২। ধর্ম্মঘটে চাঁদের হাট /০, ১৩। বিশ্বশান্তির ডুগ্‌ডুগি /০, ১৪। জয় হিন্দ /০, ১৫। আজাদ হিন্দ নেকড়ে বাঘ /০, ১৬। পেট শাসন—ভূঁড়ি অপারেশন /০, ১৭। ভারতের বীর নারী /০, ১৮। নেতাজীর পলায়ন কাহিনী /০, ১৯। গৃহযুদ্ধ /০, ২০। বিবাদ-সিন্ধু /০, ২১। বউ কথা কও /০, ২২। ঐ রে ঐ রাক্ষসী আসে /০, ২৩। ভারত ছাড়ো /০, ২৪। নয়া হিন্দুর অভিযান /০, ২৫। এ্যাটম বোমার শতনাম /০, ২৬। জয় যাত্রা /০, ২৭। বুড়োর কাণ্ড /০, ২৮। চাবুক /০, ২৯। হাস্য রহস্য /০, ৩০। স্বাধীন ভারতের গোড়াপত্তন, /০ ৩১। আশার আলো /০, ৩২। দুই জাতি—দুই দেশ /০, ৩৩। বাঙ্গালী হিন্দুর স্বাধীন রাষ্ট্র /০, ৩৪। কুলীনের মেয়ে /০, ৩৫। নূতন বিয়ের আইন /০, ৩৬। স্বাধীন ভারতের উৎসব /০, ৩৭। পাকিস্তানের জন্ম /০, ৩৮। ফটিক জল /০, ৩৯। মানভঞ্জন /০, ৪০। ক্ষুদিরামের ফাঁসী, /০ ৪১। আগমনী /১০, ৪২। স্বাধীন ভারতের দুর্গোৎসব /০, ৪৩। স্বাধীন হিন্দুস্থান ৵০, ৪৪। শহীদ ক্ষুদিরাম ৶০, ৪৫। বাঘা-যতীনের লড়াই ৶০, ৪৬। স্বাধীন ভারতের বিজয় নিশান ।০, ৪৭। নেতাজীর মাতৃপূজা /০, ৪৮। আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে ।০ আনা। উক্ত ৪৮খানি /০আনা ৵০ আনা ৶০ আনা ও ।০ আনা মূল্যের পুস্তক একত্রে ডাকমাশুল সহ ভিঃ পিঃতে ৩৸০ তিন টাকা বারো আনা।

* ১৲ টাকার কম পুস্তক ভিঃ পিঃতে পাঠান হয় না।

মহাজাতি সাহিত্য মন্দির—১৬৮।১ সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মহাজাতি সাহিত্য মন্দিরের অন্যান্য পুস্তক

বাঙালী মেয়ের আকাশ যুদ্ধ—আকাশ যুদ্ধে বাঙালী মেয়ের অপূর্ব বীরত্ব কাহিনী পড়িলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়—বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইতে হয়। মূল্য ১৷৷০ টাকা, ভিঃ পিঃতে মাশুলসহ সাত সিকা।

ঠাকুরমার হারানো খাতা—সহজ সুন্দর কবিতায় লেখা লতাপাতা, ফল-মূল, গাছ-গাছড়ার গুণাগুণ। প্রত্যেক গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় পুস্তক। মূল্য ১৷৷০ টাকা, ডাকমাশুল সহ ভিঃ পিঃতে ১৸০ সাত সিকা।

দেশসেবায় পুণ্য, দেশজননী ধন্য—দেশাত্মবোধের মর্মস্পর্শী কাহিনীভরা এমন পুস্তক আর বাজারে নাই। পড়িতে পড়িতে আবেগে আত্মহারা হইতে হয়। প্রকৃত স্বদেশ সেবার জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবেন। মূল্য ৩৲ টাকা, ভিঃ পিঃতে ডাকমাশুল সমেত ৩।০ তিন টাকা চারি আনা।

বড় ঘরের বউ—রাজপথে টেনে নিয়ে এল এক সয়তান সুন্দরী এক কুলবধূ—কি তার পরিণাম পড়িতে পড়িতে হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়ে। মূল্য ৩৷৷০ টাকা, ভিঃ পিঃতে ৩৸০ টাকা।

পাকিস্থানের মেয়ে—(বাহির হইতেছে) অতি ভয়ঙ্কর কাহিনী—পড়িতে পড়িতে শিহরিয়া উঠিবেন—শিরায় শিরায় রক্তনাচন দেখা দিবে। মূল্য ২৲ টাকা। ভিঃ পিঃতে ২।০ দুই টাকা চারি আনা পড়িবে।

স্বাধীন ভারতের ইতিহাস—(বাহির হইতেছে) স্বাধীনতা সংগ্রামের সমগ্র কাহিনী এবং দেশ নেতাদের অসংখ্য আলেখ্য সমন্বিত বিরাট পুস্তক। মূল্য ৩৲ টাকা ভিঃ পিঃতে ৩৷৷০ টাকা।

* প্রকৃত যে ডাকমাশুল লওয়া হইত এখন হইতে তাহা কমাইয়া দেওয়া হইল গ্রাহকদের সুবিধার জন্য।

—প্রাপ্তিস্থান—

মহাজাতি সাহিত্য মন্দির ১৬৮।১সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রিন্টার—শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক ১৬৮।১সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট,
"সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্" হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।